মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব

৫৩ বর্ষ ❀ ১০ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী সংখ্যা ❀ বৈশাখ, ১৪২৪ ❀ মে, ২০১৭

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ
রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-270749, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ও বাণী	—	৪
৩। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজার দ্বারাই ভগবানের পূজা হয়	শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে সপ্তাহকাল শ্রবণ কীর্ত্তন	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৬
৫। শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার বিবরণ	সংগ্রাহক—শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ	৯
৬। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জগদীশপুর গ্রামে তিনদিন ব্যাপী ভাগবত ধর্মসভা	সংগ্রাহক—শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ	১২
৭। লন্ডন ও জার্মানীতে প্রচার	সংগ্রাহক—শ্রীপাদ ভক্তিদীপক দামোদর মহারাজ	১৪
৮। শ্রীনৃসিংহচতুর্দশী	হরিভক্তিবিলাস চতুর্দ্দশ বিলাস হইতে সংগৃহীত	১৫
৯। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র	—	১৬
৯। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জগদীশপুর চিকিৎসা শিবির	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৪ বর্ষ ❀ ১০ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী সংখ্যা ❀ বৈশাখ, ১৪২৪ ❀ মে, ২০১৭

সারকথা

'আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়'।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ় ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১।৮)

কলিযুগে 'ধর্ম' হয় 'হরিসংকীর্ত্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—২।২২)

ঈশ্বরের জন্মতিথি যে-হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—৩।৪৮)

কোটি ভক্ষ্য-দ্রব্য যদি থাকে নিজ ঘরে।
কৃষ্ণ আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—৫।১০৪)

সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
করাইমু সর্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—৫।১৫১)

অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা ধনে ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—৭।১৩৭)

যা'র গৃহে আছয়ে উত্তম উপভোগ।
তা'রে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন মহারোগ ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—৭।১৩৯)

ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
'নম্রতা' সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৩।৪৫)

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী ও বাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮। পূজা-ধ্যানাদি হইতে তাৎপর্যরূপে কৃষ্ণনাম গ্রহণ প্রধান ফল বলিয়া জানিবেন। —(পত্রাবলী, ১৭।৩।৯৫)

৯। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ করিলে কোন বিষয়ীই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্। —(ঐ, ১৬।৫।১৫)

১০। সংখ্যানাম নির্বন্ধ করিয়া গ্রহণ করিবেন।

—(ঐ, ১২।৯।১৫)

১১। বৎসরে মহাপ্রভুকে একবার দেখিবার চেষ্টা করা ভক্তমাত্রেরই উচিত। —(''ঐ, ৩।৩।১৬)

১২। সর্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে।

—(ঐ, ১১।১০।১৬)

১৩। আপনারা নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করুন। অপরাধশূন্য হইয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করুন। —(ঐ ১১। ১০।১৬)

১৪। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে (ভগবৎ-সেবোন্মুখগণকে) নানাপ্রকার অসুবিধা ও সঙ্গের মধ্যে রাখিয়া নানাপ্রকারে পরীক্ষা করেন। সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জীবের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। —(ঐ ১১।৩।১৮)

১৫। বহির্ম্মুখের কথা আর আলোচনা না করাই উচিত। কৃষ্ণনাম করিলে সর্বপ্রকার দুঃসঙ্গ আপনা হইতেই কুজ্ঝটিকার ন্যায় দূরীভূত হইবে।

—(ঐ, ৬।৯।১৮)

১৬। ''সর্বনাশ'' শব্দে ভক্তিহীনতা অর্থাৎ মায়াবাদী হইয়া যাওয়া।—(শ্রীচরিতামৃত ভূমিকা)

১৭। 'বৈষ্ণব দাস' বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া আমাদের যে অহঙ্কার উদয় হয়, তাহা হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক। যাঁহাদের হৃদয়ে বৈষ্ণব'—এই বিচার আছে, তাঁহারা 'বৈষ্ণবঃ নহেন।

১৮। শ্রুতি বলেন (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩),—

''যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥''

যিনি শ্রীভগবান্ ও গুরুদেবে অচলশ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থবিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। **গুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন,** কারণ, তত্তৎ অধিকারী ব্যক্তির সেই সেই বিষয়ে যোগ্যতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, অধোক্ষজ-সেবাব্যতীত জীবের মঙ্গল-লাভের আর কোনও পথ নাই। ''পরমসেব্য বস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না''—এই উপলব্ধির অভাব যেস্থানে, সেস্থানেই মানবজ্ঞান অন্য-প্রকারের। যাঁহারা অন্য-কথায় প্রমত্ত আছেন, তাঁহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়?

১৯। প্রকৃত গুরুর নিকট প্রকৃতপক্ষে গমন না করিয়া ''আমরা গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি''—এই কপট অভিমান হইতেই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। **শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর ইতর-বিষয়ে অভিনিবেশ কি প্রকারে থাকিতে পারে?** আত্মম্ভরি ব্যক্তিগণ সত্য-সত্য গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ বা সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত না হইয়াই ''গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি''—এইরূপ নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকে। **আমরা গুরুদেবকে 'গুরু' জ্ঞান না করিয়া কার্যতঃ আমাদের 'শিষ্য বা শাসন-যোগ্য বস্তুতে পরিণত করি,—তাঁহাকে নিজ-ভোগ বা অক্ষজজ্ঞানগম্য মনে করিয়া গুরু-বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হই।**

২০। জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে এইরূপ আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্তগুরু রূপে আবির্ভূত হন। মহান্ত গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আবার অধোক্ষজ-সেবা-ব্যতীত আত্মপ্রসাদ-লাভ অসম্ভব। অক্ষজ-বস্তুর সেবায় মননেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না।

২১। উত্তম বা মহাভাগবত সর্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, কিন্তু ভূতদর্শন করেন না।

''স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥''

—(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৭৪)

২২। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিত্য-কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের অন্য কোনও চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই জীবের দেহাত্মা-ভিমান উদিত হয়। জীব তখন 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলিয়া গিয়া স্থূল ও লিঙ্গদেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া মায়ার দাস্য করিতে ধাবিত হয়। স্বরূপত-বৈষ্ণব হইলেও নিজকে অবৈষ্ণব-বুদ্ধি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে। *(ক্রমশঃ)*

শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজার দ্বারাই ভগবানের পূজা হয়

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)

স্থান-কুরুক্ষেত্র গৌড়ীয় মঠ, তাং- ২১-১০-২০১১

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে নিত্যসেবা প্রার্থনা করে আমরা কুরুক্ষেত্র মঠে উপস্থিত হয়েছি শ্রীধাম পরিক্রমার বিষয়ে।

''কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥''

(চৈঃ চঃ ম।২০।১১১)

এই তিন শক্তির পরিচয়টা আমরা পাই। ভগবানের অনন্ত শক্তি আছে কিন্তু এই অনন্ত শক্তি আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে প্রবেশ করবে না সেজন্য সবটা না বলে শাস্ত্রকারগণ তিনটে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। শক্তিকে দেখলেই শক্তিমানের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু এই যে শক্তিমানের পরিচয়টা পাচ্ছি আমরা এটা কিভাবে পাচ্ছি? শক্তি এবং শক্তিমানের তত্ত্ব অভিন্ন বলা হলো আবার এই শক্তির কৃপায় শক্তিমানকে দেখা, শোনা বা জানা যায়। ভগবান ভগ-যুত বলে তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আছে। আমরা Smallest part of God। আমার মধ্যেও সেই গুণ আছে বিন্দুমাত্রায় কিন্তু ভগবানকে লাভ করতে গেলে ভগবানের শক্তির সহায়তা লাভ করতে হয়। ভগবানের শক্তির পরিচয়টা আমরা পাই শক্তিমদ্‌তত্ত্ব-গুরুতত্ত্বের থেকে। **জগতে যতকিছু জানার বস্তু-আছে সব শক্তিমদতত্ত্বের অবদান। শক্তিমদ্‌তত্ত্বকে যদি কেউ জানতে না পারে তাহলে ভগবানকে কেউ জানতে পারবে না।**

''তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণের চরণ ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

এই হচ্ছে কথা। আমরা ভজন করব কার? শ্রী গুরুপাদপদ্মের আর গুরুগৃহের সেবা করব। ''তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন''—কৃষ্ণতত্ত্ব সেবন করে আর ফলস্বরূপ মায়া যে দুরধিগম্যতত্ত্ব সেটা বোঝা যায়। আমরা খুব সন্তর্পনে সংসার যাত্রার প্রারম্ভে ভগবানকে জানবার উপায় স্বরূপ কৃষ্ণ কীর্ত্তন আর কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ্য সেবালাভ করতে পারি। শক্তিতত্ত্ব আর শক্তিমানতত্ত্ব-এই দুই তত্ত্ব হচ্ছেন important। শক্তিমান পুরুষ ভগবান আর শক্তিমদ্‌তত্ত্ব তাঁর সহায়। আমাদের স্বস্থ হয়ে স্বরূপে স্থিত হয়ে ভগবানকে জানতে হবে। কি করে? না—শক্তিমদ্‌তত্ত্ব যে ভগবানের শক্তি, জীব তত্ত্ব, মায়া-তত্ত্ব এগুলো সব সম্বন্ধে সম্যগ্ অবহিত হয়ে ভগবানকে জানতে হবে। আমরা ভগবানকে কেবল জানলাম শক্তিমত্তার থেকে কিন্তু তার সেবার বিলাস যদি না জানতে পারা যায় তাহলে অনেকাংশে বাদ পড়ে যায়।

ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আগে তাঁর সেবায় আমাদের নিযুক্ত করেন, তাঁর সেবার দ্বারাই বৈষ্ণবের কৃপা-আলোকে পরম ধামে যেতে পারি আমরা। সেই পরম ধামটা কি রকম?—

''ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥''

(শ্রী গীতা ১৫।৬)

সেই পরম ধামে গেলে আর এই জগতে আসতে হয় না, গুরুসেবা, গুরুপূজা ও কৃষ্ণপূজা এসব এক গোত্রের। ভগবান ভগবদ্‌তত্ত্ব তিনি অনন্ত তত্ত্বকে ক্রোড়ীভূত করে তিন তত্ত্বের দ্বারা জীবকোটিকে কৃপা করছেন এবং কৃপা করে তার নিজের পরিচয় শিখিয়ে এবং নিজের শক্তির দ্বারা উদ্ভাসিত করে তবে ভগবানের পরিচয় আমরা পেতে পারি। ভগবানের পরিচয় পেলে তখন ভগবানের সেবার সম্বন্ধ নিয়ে আমাদের চলতে হয়। সেবার সম্বন্ধটা খুব বড় জিনিস। **ভগবান গুরুসেবার দ্বারা বশীভূত হন**। কেননা, গুরু আশ্রয় বিগ্রহ ভগবান যখন জীবের প্রীতির বস্তু হন তখন জানতে হবে যে গুরুদেব তাঁর উপর কৃপাবান হয়েছেন। ভগবানে যদি প্রেমটা লাগে তবে গুরুদেবে প্রেম আছে বোঝা যায়। আমরা ভগবানে প্রেমও করব না তাহলে গুরুদেবেও প্রেম হবে না। **জগতে আমরা যতকিছু দেখি ভগবদ্ বশীভূত করার পন্থা তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে শ্রবণ ও কীর্তন।** শ্রবণ কীর্ত্তন তাঁর ভক্তির সহায় আর কোন কিছু ভক্তির সহায় হতে পারে না। **জীবের যে নিত্যসিদ্ধ ভাব প্রকটিত হয় তা শ্রবণ কীর্ত্তন ভূমিকায় হয়।** আমরা বদ্ধ ভূমিকায় এসে ভগবানের সেবার জন্য যদি না চেষ্টান্বিত থাকি আমাদের জীবন বৃথায় চলে যায়। যাতে জীবন বৃথায় না যায় সেজন্য সাধু শাস্ত্রের দ্বারা ভগবানকে

জানবার জন্য চেষ্টান্বিত থাকতে হয়। কিন্তু এই চেষ্টান্বিত থাকলে কেবল হবে না, ভগবৎ অনুভূত সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপা অবশ্যই দরকার এবং তাঁদের অমন্দোদয় দয়ার কথা জানতে শিখলে ক্রমে ক্রমে আমরা ভবসিন্ধু পার হয়ে যেতে পারি। আমরা ভগবদ্‌ভোলা অবস্থায় যখন সংসারে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম তখন শ্রীগুরু-দেবের কৃপা আমাদের পাশে দাঁড়ানোর ফলে আমরা আজ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কাছে আসতে পেরেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কাছে এসে কি লাভ?—আমরা শ্রীগুরুপূজা করতে শিখেছি এবং **গুরুপাদপদ্মের পূজার দ্বারাই ভগবানের পাদপদ্ম পূজা হয়ে যায়।** এই কৌশল আবিষ্কার করেছেন গুরুপাদপদ্ম এবং এই কৌশলের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে এরাস্তায় চললে ভগবদ্ আবির্ভাব গুরুপূজার দ্বারাই এটা বুঝতে পারি। ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দর, ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর এরা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের দ্বারা সমাবৃত হয়ে থাকেন এবং এই পার্ষদের একটু কৃপা ভিক্ষা করে তার সেবা করতে হবে।

''অখিলরসামৃতমূর্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ।
কলিত-শ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥
(ভঃ বঃ সিঃ ১।১।১)

এটা রস রাজ্যের কথা রস উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের কৃপা পেতে পারি না। সেই রসটা কি? শ্রীলরূপ গোস্বামীপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই রসের কথা বলেছেন—

''ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদিসত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥''
(ভঃ বঃ সিঃ ৫লঃ ১৩২)

'অখিল রসামৃত মূর্ত্তি' ভগবান কে? না,—তিনি মূর্ত্তিমান হয়ে এসেছেন অখিল রসের মূর্ত্তি নিয়ে। তিনি সেবা নিচ্ছেন রসের দ্বারাই এবং রসময় পুরুষ তিনি রসের দ্বারাই সেবা নেন সেই রসময় বিগ্রহের সেবায় যারা ঘুরছে যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবদ্‌দর্শনের দ্বারা ভগবদ্—অনুশীলনকারী বৈষ্ণব-গণের কৃপা লাভ না করতে পারি ততক্ষণ আমাদের ঘোরাফেরাই সার, কোন লাভ হয় না। আজকে আনন্দের দিন আমি প্রতিবছর কোন কোন সময় এখানে আসতাম এবং গুরুপূজার উৎসবে বসতাম কিন্তু কয়েকবছর এখানে আসা হয় নাই কারন বাইরে আমরা প্রচারে গিয়েছিলাম।

**''বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥''**❑

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরধাম পরিক্রমণের প্রাক্কালে সপ্তাহকাল ব্যাপী গৌরকথা শ্রবণ কীর্ত্তন

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস, ব্রহ্মচারী (কলকাতা)

গৌরজয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে গত ০১-০৩-২০১৭ তারিখ হতে ০৩-০৩-২০১৭ তারিখ পর্য্যন্ত প্রত্যহ সকালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত শ্রীগৌরাঙ্গলীলা স্মরণ মঙ্গল স্তোত্রম্ এবং বিকালে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বিরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ গ্রন্থ হতে গৌরসুন্দরের লীলাকথা শ্রবণ মুখে কীর্ত্তন করেন শ্রীগৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ। গৌরকথা কীর্ত্তনকারীর যোগ্যতা বিচার করলে নীরাগ বক্তার যোগ্যতা না হওয়া পর্য্যন্ত, গৌরসুন্দরের নির্গুণ কথা বা রসের কথা কীর্ত্তন করা সম্ভব হয় না তথাপি গুরুবর্গের ইচ্ছা বা আদেশ শিরোধার্য্য করেই একমাত্র গৌরসুন্দরের কথা কীর্ত্তন সম্ভব। অপরদিকে শ্রোতার একটি বিশেষ যোগ্যতা দরকার তা হলো তৃষিত কর্ণ। কানের দ্বারা গৌরের কথা শ্রবণ করবার তৃষ্ণা। মায়াবদ্ধ অনর্থগ্রস্ত জীবের ভজন করবার অভিলাষ জাগ্রত হওয়া বা ভজন করার একমাত্র সহজ উপায় 'গৌর কথা শ্রবণ'। কৃষ্ণনামাষ্টকম্ কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম 'অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং'। কৃষ্ণনাম শোনার এতবড় ভাগ্য কলিহত জীবের নাই বা দুর্লভ।

'সাধন' বলতে ভগবানের সন্তোষবিধান, সে অনেক দূরের কথা। অনর্থের প্রাবল্যের হ্রাস, চিত্তের চঞ্চলতা হ্রাস পাওয়া এবং হৃদয়ের মধ্যে ভজন করবার বাসনাকে জাগ্রত করা এত এক বিরাট সাধনাঙ্গ গৌরের কথা শ্রবণ করে। তাই কলিহত জীব আমাদের প্রাপ্তির কিছু আশা রয়েছে।

গোদ্রুম বিহারী শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ, প্রকট গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ এবং

গুরুবর্গের পাদপদ্মের কৃপা সম্বল করে আমাদের গৌরের কথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও গৌরের সেবায় প্রয়াসী হতে হবে

প্রথম দিবস—সকাল

জগন্নাথাগারে গরুড়সদন-স্তম্ভ নিকটে
দদর্শ শ্রীমূর্ত্তিং প্রণয়বিবশা কাপি জরতী।
সমারুহ্য স্কন্ধং যদমলহরেস্তুষ্টমনসঃ
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥

(শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ লীলা-স্মরণমঙ্গল স্তোত্রম্ শ্লোক সংখ্যা ৭০)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের শীর্ষক বর্ণন করেছেন। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দর্শন আর্তি'। শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন এবং সেইকালে মহাপ্রভুর আর্তি এই শ্লোকে বলা হয়েছে।

'জগন্নাথাগার' অর্থাৎ নীলাচল ক্ষেত্রে জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভস্থল, নিত্য বিলাস ভূমিতে মহাপ্রভু প্রবেশ করেছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ লীলা প্রসঙ্গে বলেছেন—পূর্বে অভিলাষ ছিল কৃষ্ণের তিনি রাধাভাব আস্বাদন করবেন তাই প্রাণের দুই সঙ্গী স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দকে নিয়ে রাত্রিদিন বিশ্রাম নেই, নিরন্তর ক্রন্দন করছেন। মহাপ্রভু স্বপ্ন দেখছেন কৃষ্ণ রাধা আদি গোপীদের নিয়ে রাসলীলায় নৃত্য করছেন। দেখতে দেখতে বিভাবিত হয়ে গেলেন, মনটা উৎকণ্ঠিত হতে থাকল, মানসে বৃন্দাবনে চলে গেলেন। সেবক গোবিন্দের আহ্বানে স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। কিন্তু মনের বেদনা নিয়ে স্নান, শৌচাদি ক্রিয়া করে জগন্নাথ মন্দিরে দর্শনে গেলেন। জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন গরুর স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে সেই রাসলীলাকারী কৃষ্ণকে দর্শন করছেন। সঙ্গে সুভদ্রাকে রাধারানীরূপে আর বলদেবকে বলরামরূপে। অর্পূব ভাবের উদয়ে তিনি বিরহ চিত্ত হলেন। 'গরুড়' ভগবানের বিশুদ্ধ ভক্ত তাই শুদ্ধভক্তের অনুগ হয়ে তাঁর পেছনে থেকে দৈন্যভাব নিয়ে যদি দর্শন করা হয়, তবে সেই দর্শন ভক্তিময় দর্শন। তাই মহাপ্রভু জগন্নাথের নাট্যমন্দিরে শেষে প্রান্তে প্রেমে বিহ্বল হয়ে দেওয়ালে অঙ্গুলি রেখে জগন্নাথ দর্শন করতেন।

'কাপি জরতী' কোন এক প্রৌঢ়া মহিলা যিনি বহু পূর্ব থেকে নীলাচলে বাসরত, তিনি ভিড়ের মধ্যে জগন্নাথ দর্শন পাচ্ছিলেন না তাই কোনভাবে মহাপ্রভুর স্কন্ধে পা রেখে 'সমারুহ্য স্কন্ধং' প্রেম বিগলিত নেত্রে জগন্নাথদেবকে দর্শন করছেন। মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ তাকে নামাবার উদ্যোগ করলে মহাপ্রভু সেই মহিলার জগন্নাথের প্রতি আর্তি, দৈন্য, প্রীতি দেখে গোবিন্দকে বাধা দিলেন। মহাপ্রভু বললেন—

"অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্তি আমার বা হয় ॥"

(শ্রী চৈঃ চঃ অ।১৪।৩০)

এই হলো ভক্তি! শ্রীমদ্ভাগবতে বলছেন—

'ভক্তিস্তু গর্তি সুক্ষ্মা' ভক্তির গতি খুব সুক্ষ্ম। কোথাও নীতি এসে যদি ভক্তির গতিকে চাপা দেয় তাহলে ভক্তিরগতি স্থূলতায় চলে যায়। মহাপ্রভু একজন সন্ন্যাসী। তাঁর অঙ্গে কোন মহিলা এসে চড়বেন এটা নীতি বিরুদ্ধ কথা। শুধু তাই নয় মহাপ্রভুরও নীতির বিরুদ্ধে ছিল কারন মহিলার সাথে আলাপেও ছোট হরিদাসকে বিবর্জন করেছিলেন। কিন্তু প্রেমের ভূমিকা এমন যা সর্বোপরি কাজ করে, যার উপরে আর কোন কথা নাই। যেখানে নীতিও খাটো হয়ে যায়। মহাপ্রভু সেই প্রেমের ভূমিকায় ছিলেন, তাই তিনি বললেন—"এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা।"

ভক্তি—প্রসাদ বা কৃপা থেকে আসে, লোক দেখানো বা দেহারামের মাধ্যমে আসে না। নিজ চেষ্টাতেও আসে না। প্রহ্লাদ মহারাজকে তার পিতা হিরণ্যকশিপু প্রশ্ন করেছিলেন- অসুর কুলে জন্ম গ্রহণ করে 'হরি' 'হরি' বলো—এ মতি কোথা থেকে এল? প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতোঃ বা।
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্ত গোভির্বিশতাং তমিস্ত্রং
পুনঃ পুণশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭।৫।৩০)

এই মতি নিজে থেকে পাওয়া যায় না, যারা ইন্দ্রিয়ের চাপের প্রাবল্য দৌড়চ্ছেন আর কোনক্রমে একটু আধটু ভক্তি করছেন, তাদের কৃষ্ণে মতি হবে না. 'বিনা মহৎ-পাদরজোনুভিএষকম্'—যে পর্যন্ত মহতের পাদপদ্মের ধূলিতে অভিষিক্ত না হই সে পর্যন্ত মহতের কৃপা না পাই, সে পর্যন্ত ঐ দৈন্য, আর্তি, বিরহতা আসতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র বলছেন—রাজা মহুগণ পালাকি-বাহকরূপে ভগবানের এক অনন্য ভক্তের সঙ্গ অল্পক্ষণের জন্য পেয়েছিলেন। সেই ভরত মহারাজ রাজা রহুগুণকে বলেছিলেন—

''রহুগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈ-
বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥''

(ভা ৫।১২।১২)

যাহা মহতের পদরজঃ পাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, ঢাঙাতি করেন না তাদেরই কেবল ঐ আর্তি, দৈন্য, বিহ্বলতা সম্ভব।

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন সেখানে গীতা পাঠী এক ব্রাহ্মণকে দেখেছিলেন যিনি সংস্কৃত জানতেন না। ভুল পড়তেন। কিন্তু তাঁর আর্তি, দৈন্য, নম্রতা গীতা পাঠে তাকে অধিকার দান করেছিল। কৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি হয়েছেন এই ভাব নিয়ে ব্রাহ্মণ পাঠ করতেন আর সেই পড়ার সার্থকতা দান করেছিলেন শ্রীচৈতন্য। মহাপ্রভু তাকে রসে ভাসিয়ে দিয়ে তার জীবনকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন।

'যদমলহরেস্তুষ্টমনসঃ'—কৃষ্ণ প্রেমে ধুয়ে মুছে সাফ হয়েছে যার অন্তর সেই মহাপ্রভু বৃদ্ধার দৈন্য আর্তি দেখে তুষ্ট হয়েছিলেন।

'শচীসূনু.... স মে' সেই শচীনন্দন গৌরহরি প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আমার স্মরণ পথের পথিক হোন। এই হলো গৌর ভক্তের কামনা বা অভিলাষ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষা—সদা কাঁদে সংগোপনে। স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে বসে ঠাকুর মহাশয় নিরন্তর অশ্রু বিসর্জন করে, তাঁর ভাব ভাষার মাধ্যমে কীর্ত্তনের দ্বারে আমাদের দিয়ে গেছেন।

চৈতন্য চন্দ্রামৃতম্ (বিকেল)

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতম্ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্লোকে মহাপ্রভুর বন্দনা করেছেন—

স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদ পরমা-
দ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্।
বিশুদ্ধ - স্ব - প্রেমোন্মাদ-মধুর-পীযূষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদ-নবদ্বীপপ্রকটম্ ॥

(শ্রীশ্রী চৈতন্যচন্দ্রামৃতম শ্লোক সংখ্যা-১)

আমি সেই ভগবান, পরমেশ্বর, পরতত্ত্ব সীমা, চৈতন্যাকৃতি, চৈতন্য নামধারী, চৈতন্য বেশধারী তাঁকে প্রণাম করি। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভাষায় দন্ডধৃত অর্থাৎ সেই সন্ন্যাসী যিনি নবদ্বীপের দিব্যভূমিকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত হয়ে পরবর্তীকালে কেশব ভারতীর নিকট চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করবেন বলে সর্বত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে জগন্নাথ ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলেছেন, সেই চৈতন্যকৃতি পরতত্ত্বকে স্তব করি। অতি বিমর্য্যাদ - অত্যাধিক, সীমাহীন, মাধুর্য্যের উর্দ্ধসীমায় ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত তিনি। গোলকে দুটি প্রকোষ্ঠ- মাধুর্যময় এবং ঔদার্য্যময়। মাধুর্য্যময় প্রকোষ্ঠে থাকেন রসিকশেখর নটবর কৃষ্ণ তাঁর পার্ষদগণকে নিয়ে আনন্দ বিলাসে রত। অপর প্রকোষ্ঠে রয়েছেন উদারতার চরম সীমা প্রাপ্ত অর্থাৎ ঔদার্য্যবর্য্য চৈতন্য আকৃতি এক পরতত্ত্বপর সীমা, তিনি গোলক থেকে, নেমে এলেন কোথায়? 'পরপদ-নবদ্বীপ প্রকটম'—শ্রেষ্ঠপদ নবদ্বীপে এবং কি কারনে তিনি নেমে এলেন তার কারন বিশ্লেষণ করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ—

শ্রী রাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশ্যং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

(শ্রী চৈঃ চঃ আ।১।৬)

এই ঔদার্য্যে ভরা, করুনায় ভরা, দয়ায় ভরা এই প্রকোষ্ঠ যদি না থাকত তাহলে মধুর কৃষ্ণপ্রেম কেউ পেত না। কলিযুগের জীবের ত্রাণ করবার আশা থাকত না, কৃষ্ণপ্রেমের বিন্দুও স্পর্শ করার ভাগ্য হতো না।

''জীবে দিব গূঢ়ধন চিন্তি কৃষ্ণ বৃন্দাবন। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ? যেখানে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তর্পন ব্যতীত আর অন্য কোন কথা নাই, স্পৃহা, উৎকণ্ঠায় ভরা সেই প্রেমের কথা শোনার অধিকারী নয় কলিহত জীব। কৃষ্ণ প্রেমের সেই ভান্ডারী, প্রেমের মূর্ত্তি শ্রীরাধাঠাকুরানী। সেই রাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, যে প্রেম কৃষ্ণের চিত্তকে বিগলিত করে দেয়, বানয়ৈবাস্বাদ্যো আমার (কৃষ্ণের) মধ্যে যদি এমন প্রেম বা আকর্ষন রয়েছে, রাধারানীর দ্বারা আস্বাদিত সেই প্রেমটা কিরূপে আর আমাকে (কৃষ্ণ) আস্বাদন করে আমার থেকে বেশী আনন্দ পায় এই আনন্দটা কিরূপে এই তিনটে কারণে কৃষ্ণ মহাপ্রভু হয়ে এলেন—এটাই গূঢ় কারন মহাপ্রভুর আবির্ভাবের।

বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥

(চৈঃ চঃ আ।৪।১৩৩)

কবিরাজ গোস্বামী পাদ ভক্তিরাজ্যের এই চূড়ান্ত কথা চৈতন্য চরিতের রস বিতরণ করবার জন্য প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কারুন্যের, মাধুর্য্যের আকর্ষনের, প্রেমের এবং লীলাচমৎকরিতার বিষয়। সমস্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের আকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। আজ সেই বিষয়কে আস্বাদনকারিনী, ভক্তিধারিনী ভক্তি যার হৃদয়ে টগবগ করছে তিনি হলেন আশ্রয় বিগ্রহ শিরোমনি শ্রীরাধাঠাকুরানী। যারা ভক্তিরাজ্যের চরম পর্যায়ে যেতে চাইবেন বা ভাগ্য হবে তাদের এখান থেকেই শুরু করতে হবে। চৈতন্যের নাম, ধাম, বিগ্রহ কীর্ত্তন ও ভক্ত এদেরকে ধরেই শুরু করতে হবে। সেই মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা আস্বাদন করতে যারা লোলুপ হবেন তাদের জন্য এই গোপন তত্ত্ব খুললেন কবিরাজ গোস্বামীপাদ।

''আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥
বিচার করিয়ে তবে আস্বাদ্য উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে মন ধায় ॥
''এত ভাবি কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় জীব উদ্ধারিতে নদীয়া নগরে জনমিলা গোরা রায় ॥''

একদিকে নিজের প্রেম আস্বাদন অপরদিকে কলিহত জীবকে প্রেমদান—এই দুই লীলা করবার উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হলেন। তাই প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলছেন যে কৃষ্ণ রাধারানীর ভাব ও কান্তি নিয়ে অবতীর্ণ হলেন সেই চৈতন্যকৃতির ভগবানকে আমরা স্তুতি করি, প্রণাম করি।

কেন এলেন, তার কারনও অদ্ভুত। 'ব্রজপতিকুমাং রসয়িতুম্' যিনি রস বৈ সঃ, নিজেই রসে পরিপূর্ণ, টগবগ করছেন, তাঁকে আবার রসে ডোবাবেন, তাই সরস্বতীপাদ 'অদ্ভুত' কথাটা ব্যবহার করলেন। কলিহত জীবকে উদ্ধার করবেন তাই মহাপ্রভু দন্ড কমন্ডলু নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণের ভাব আর অন্তরে ব্রজপতিকুমারকে রসে ডোবানোর ভাব। আজ পর্য্যন্ত একমাত্র প্রবোধানন্দ পাদই লিখতে পেরেছেন একথা।

''চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ ॥''

এসব গ্রন্থ মহাপ্রভু পড়ছেন, পড়াচ্ছেন আর ব্রজপতি কুমারকে রসে ডুবিয়ে দিচ্ছেন। সেই আর্তি, দৈন্য বিষাদ ভরা বিপ্রলম্ভ রস। যদি কেউ সেই রস পেতে চায় তাহলে শ্রীমতী রাধারানীর অনুগ হয়ে গুরুদেবের অনুগ হয়ে বিশুদ্ধ ভক্তি করবেন।

বিশুদ্ধ স্ব.... নবদ্বীপ প্রকটম্—নিজের মাধুর্য্যময় অমৃতের ঢেউ এর মতো প্রেমকে বিতরণ করলেন।

''আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলা অবনী।'' যারা কোনদিন প্রেম পাবার যোগ্য নয় তাদেরকে অকাতরে দিয়েছেন। 'পতিত দুর্গত জনে বিলাইলা তাহা'।

'উন্মাদ' প্রেম, যে প্রেমে ব্রজের গোপীগণ কৃষ্ণের জন্য দৌড়তেন। কৃষ্ণ গোচারণ থেকে আসবেন সব কাজ তাড়াতাড়ি সেরে, যে রাস্তা দিয়ে কৃষ্ণ আসবেন সেই রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

সেই মহাপ্রভু তিনি শ্রেষ্ঠপদ নবদ্বীপ ধামে প্রকটিত হলেন। মহাজনগণ যাকে 'রাধাবন' বলেছেন এখানে কৃষ্ণ রাধা হয়ে প্রেমের অন্বেষণ করতে এসেছেন।

সেই রাধাবনে যেন আমরা বিচরণ করতে পারি, ভক্তি সুখ আস্বাদন করতে পারি, গোদ্রুমবিহীরকে নন্দিত, আহ্লাদিত করতে পারি। এই আমাদের প্রার্থনা। *(ক্রমশঃ)*

শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার বিবরণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) **শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, সহসেবাসচিব কলকাতা**

কথা অন্তে এখানে ভক্তগণকে মুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়. পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে পরিক্রমা পার্টি চাঁদকাজীর সমাধি দর্শন করে সন্ধ্যা ৭.০০ টা নাগাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে ফিরে আসে।

২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ, ২০১৭) বুধবার, শ্রীহরিবাসর তিথি—শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। যথারীতি মঙ্গল আরতী কীর্ত্তনাদির পর শ্রীল গুরুবর্গের কৃপাশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক সংকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা পার্টি যাত্রা শুরু করে অনতিদূরে সুরভীকুঞ্জে পৌঁছায়। এখানে সুরভীদেবী ও ইন্দ্র অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে গৌরের আরাধনা করেছিলেন এবং গৌরসুন্দর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের দর্শন দান করেছিলেন—

''সুরভীন্দ্রতপঃ পরিতুষ্টমনাঃ
বরবর্ণধরো হরিরাবিরভূৎ ॥''

এই স্থানে দন্ডবৎ প্রণাম করে স্বানন্দসুখদ কুঞ্জ

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী পৌঁছায়। গৌড়ীয় মিশনের মূল পুরুষ পরমগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ প্রান্তিকে শরণাগত হয়ে আরতী কীর্ত্তনাদি করে তাঁর সেবিত বিগ্রহ শ্রীগৌর গদাধরের আরতী করা হয়। পরে শ্রীমন্দির পরিক্রমা অন্তে শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ সংক্ষেপে স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করেন। শ্রীলভক্তিবিনোদঠাকুর এই স্থানে থেকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম ভিটা যোগপীঠে জ্যোতি দর্শন করেছিলেন।

এখান থেকে সংকীর্ত্তন করতে করতে পরিক্রমা পার্টি হরিহর ক্ষেত্রে পৌঁছায়। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রিয় মাধব মহারাজ স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ভগবান শ্রীহরি কোনো কার্য্যে হর হয়েছিলেন—তাই এখানে ঠাকুর অর্ধেক হরি ও অর্ধেক হর মূর্তিতে প্রকটিত। এটি অভিন্ন কাশীধাম। এখান থেকে রওনা হয়ে মহেশগঞ্জ পৌঁছানো হয়। এখানে গৌর অবতারে হিরণ্য ও জগদীশ পন্ডিত দুই ব্রাহ্মণ হরিবাসর তিথিতে মহাপ্রভুকে অন্ন ভোজন করিয়ে কৃপা লাভ করেন সেই পথে আমঘাটা হয়ে পার্টি এগিয়ে চলে। আমঘাটার মহিমা প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, শ্রীগৌরসুন্দর পার্ষদগণ এই সংকীর্ত্তন করতে করতে এখানে বিশ্রাম করেছিলেন এবং একটি আমের আঁটি পুঁতে তা থেকে সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ হয়ে সুমিষ্ট রসাল আম ফল ফলিয়ে সকল ভক্তগণকে আম ফল আস্বাদন করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। সেজন্য এই স্থানের নাম আমঘাটা। পরে পরিক্রমা পার্টি তন্তুবায় পল্লী হয়ে সুবর্ণ বিহারে পৌঁছায়। সত্যযুগে সুবর্ণ সেন রাজা দেবর্ষি নারদের উপদেশে ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে উদার মূর্ত্তি গৌর সুন্দরের ভজন করেন এবং এই স্থানেই সুবর্ণ বর্ণ গৌরসুন্দরের দর্শন পান। এখান থেকে ভক্তগণ পঞ্চানন তলায় এসে বিশ্রাম করেন। এইস্থানে মহাপ্রভু পরিকরগণ সহ নগর কীর্ত্তন কালে বিশ্রাম করেছিলেন। শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ এখানে গোদ্রুমদ্বীপ ও সুরভী কুঞ্জের মহিমা কীর্ত্তন করেন। মার্কন্ডেয় ঋষি প্রলয় কালে ভাসতে ভাসতে এই গোদ্রুম দ্বীপে এসে উঠেছিলেন। এখান থেকে রওনা হয়ে পরিক্রমা পার্টি ধীরে ধীরে নৃসিংহ পল্লীতে উপস্থিত হন। যথারিতী, আরতী-কীর্ত্তন, পরিক্রমাদির পর শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ ও শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। হিরণ্যকশিপুকে বধ করে শ্রীনৃসিংহদেব এই স্থানে এসে বিশ্রাম করেছিলেন। ব্রহ্মা সপ্তর্ষির নিকট কলিযুগের গৌর আবির্ভাবের কথা কীর্ত্তন করলে ঋষিগণ এই স্থানের উচ্চ টিলায় অবস্থানপূর্বক গৌর নাম কীর্ত্তন করেছিলেন। বৃহস্পতি, ইন্দ্র আদি দেবগণও এস্থানে গৌরের আরাধনা করেছিলেন। তাই এ স্থানের নাম দেবপল্লী। পরে, ভক্তগণকে এখানে অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়। ফেরার পথে হংসবাহন শিবঠাকুর দর্শন করা হয়। শিবঠাকুর গৌরের কথা শুনবার জন্য হাঁসের পিঠে চড়ে এখানে এসেছিলেন।

২৫শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ, ২০১৭) বৃহস্পতিবার, পরিক্রমার তৃতীয় দিবস শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ। এদিন সকালে পরিক্রমা বের হওয়ার আগে এক বিরহ সংবাদ সকলকে ব্যাথিত পীড়িত করে। শ্রীল গুরুমহারাজের একান্ত অনুগত সেবক শ্রীপাদ কঞ্জাক্ষ দাস ব্রহ্মচারী শ্রীহরিবাসর তিথি অন্তে দ্বাদশী দিন ভোর বেলা কীর্ত্তন শ্রবণ করতে করতে কীর্ত্তনাক্ষ দ্বীপ শ্রীগোদ্রুমে পার্থিব দেহ রক্ষা করে শ্রীল গুরুমহারাজের নিত্য চরণ প্রান্তিকে অবস্থান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে বলছেন।

''দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর?
'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥''

(চৈঃ চঃ ম।৮।২৪৮)

আমরা এরকম একজন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের সঙ্গ হতে বঞ্চিত হলাম। নিরুদ্বেগে অকস্মাৎ জীবনাবসান তাঁর নিষ্কপট গুরুসেবা ও ভজনাদর্শের সাক্ষ্য দেয়—এটা আমাদের সাধক জীবনে চরম শিক্ষার বিষয় হয়ে রইল।

পরিক্রমা পার্টি তাঁর স্মৃতি স্মরণ করতে করতে গঙ্গাঘাটে এসে উপস্থিত হয়। এখানে গঙ্গা, যমুনা, অলকানন্দা, সরস্বতী ও গন্ডকী পাঁচটি নদী মিলিত হয়ে পঞ্চবেণী রূপে প্রবাহিত। গঙ্গা পার হয়ে কোলদ্বীপের অন্তর্গত শহর নবদ্বীপের মধ্য দিয়ে পরিক্রমা পার্টি উচ্চ সংকীর্ত্তন করতে করতে এগিয়ে চলে। সত্যযুগে দেবদাস নামে এক ব্রাহ্মণ কোল বরাহদেবের পূজা করতেন। বরাহদেব তাঁকে দর্শন দিয়ে কলিযুগে গৌর অবতারের কথা বলে কৃপা করেছিলেন।

শ্রীল গৌরকিশোরদাসবাবাজী মহারাজ এই কুলিয়ার চরে—গঙ্গার পাড়ে একটি চালাঘরে ভজন করতেন। মহাপ্রভুর লীলায় যারা তাঁর চরণে অপরাধ করেছিলেন যেমন—চাপাল গোপাল, দেবানন্দপন্ডিতাদি—মহাপ্রভু এই

স্থানে তাদের অপরাধ স্খালন করেছিলেন, তাই কুলিয়াকে অপরাধ ভঞ্জন পাট ও বলে।

ক্রমে পরিক্রমা পার্টি ঋতুদ্বীপের চাঁপাহাটিতে পৌঁছায় এবং শ্রীশ্রীগৌর গদাধরের সম্মুখে উদ্দন্ড নৃত্য কীর্ত্তনাদি করে বিগ্রহগণকে আহ্লাদিত করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করেন। এটি অভিন্ন বৃন্দাবন। ছয়টি ঋতু সর্বদা এখানে বিরাজমান। সত্যযুগে বাণীনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ চাঁপাফুল দিয়ে রাধামাধবের পূজা করতেন. তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে রাধামাধব চম্পক বর্ণ ধারণ করে গৌর মূর্তিতে প্রকট হন এবং দৈববানীতে বলেন যে কলিযুগে তিনি গৌরসুন্দর রূপে অবতীর্ণ হবেন। সেই ব্রাহ্মণ গৌরলীলায় দ্বিজ বানীনাথ রূপে এসেছিলেন। কবি জয়দেব ও পদ্মাবতী দেবী এই স্থানে ভজন করেছিলেন এবং জয়দেব এখানে বসেই শ্রীগীতগোবিন্দ রচনা করেন।

এস্থানের অপর এক নাম সমুদ্রগড়। সমুদ্র গড়িয়ে গড়িয়ে এখানে এসে মহাপ্রভুর কৃপাভাজন হয়েছিলেন। দ্বাপর যুগে রাজা সমুদ্রসেন যুদ্ধে ভীমসেন কে পরাজিত করেছিলেন। উদ্দেশ্য—কৃষ্ণের দর্শন লাভ। রাজার মনের ইচ্ছা জেনে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং এসে ভীমকে উদ্ধার করে নিয়ে যান এবং রাজাকে দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ দর্শন করান।

পরে, শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ স্বল্প কথায় গৌর গদাধরের লীলা বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন।

এখানে ভক্তগণকে মুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। এখান থেকে বিদ্যানগর গঙ্গাদাস পন্ডিত ও সার্বভৌম পন্ডিতের বাড়ি যাওয়া হয়। শ্রীপাদ ন্যাসীমহারাজ স্থানের মহিমা কীর্ত্তনে বলেন, গৌর অবতারে মহাপ্রভু এস্থানে বিদ্যাবিলাস করেন। চৌষট্টি প্রকার বিদ্যার আলোচনা হত এখানে। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলেন,

'চারি বেদ ষড় দরশন পড়িয়া যে
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
কিবা তার অধ্যয়ন লোচোন বিহীন যেন
দরপণে কিবা তার কাজে ॥''

(প্রাচীন মহাজন কীর্ত্তনাবলী)

পরে, পরিক্রমা পার্টি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে সন্ধ্যার সময় মঠে পৌঁছায়।

২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ, ২০১৭) শুক্রবার, পরিক্রমার চতুর্থ দিবস—জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুম দ্বীপ পরিক্রমা। প্রথমেই শহর নবদ্বীপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবিত বিগ্রহ দর্শন হয়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস লীলা প্রকট করে চলে গেলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এখানে বিপ্রলম্ভ ভাবে ভজন করেছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁর স্মৃতি স্বরূপ নিজ পাদুকা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দিয়ে গেছিলেন। সেই পাদুকা এখনও পূজিত হচ্ছেন এস্থানে। সেখানে আরতী কীর্ত্তনাদির পর পরিক্রমা পার্টি জহ্নুদ্বীপ হয়ে মামগাছি পৌঁছায়। শ্রীসারঙ্গমুরারী ঠাকুরের শ্রীপাট দর্শন করে অনতিদূরে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মস্থানে পৌঁছায়। আরতী কীর্ত্তনাদির পর শ্রীপাদ ন্যাসীমহারাজ জহ্নুদ্বীপ ও সারঙ্গমুরারী ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করেন। জহ্নুমুনির তপস্যাকালে গঙ্গা এদিকে প্রবাহিত হয়ে তাঁর পূজার সামগ্রী ভাসিয়ে নিয়ে গেছিল। তখন জহ্নুমুনি ক্রোধ বশে গঙ্গাকে এক গন্ডুষে পান করেছিলেন। পরে জানুদেশ থেকে আবার গঙ্গাকে বহির্গত করেছিলেন। শ্রীপাদ অবধূত মহারাজ মোদদ্রুম দ্বীপের মহিমা প্রসঙ্গে বলেন, মোদ মানে আনন্দ। এটি অভিন্ন ভান্ডীর বন। রামলীলায় রামচন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষণকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন এবং কিছু রসালাপ করে আনন্দিত হয়েছিলেন।

গৌর অবতারে মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীবাস পন্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবীর গর্ভে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাদেশে এই স্থানেই তিনি শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থ রচনা করে গৌরভক্ত গণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত লীলাকে নিত্য কালের ভূমিকায় সঞ্জীবিত করে রাখেন। তাঁকে চৈতন্যলীলার ব্যাস আখ্যা দেওয়া হয়।

পরে গঙ্গার তীরে শ্রীল জগন্নাথ দাসবাবাজী মহারাজ ও শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের ভজন কুটীর দর্শন করে পরিক্রমা পার্টি মঠে ফিরে আসেন।

২৭শে ফাল্গুন (১১ই মার্চ, ২০১৭) শনিবার, শ্রীমায়াপুর (অর্ন্তদ্বীপ) পরিক্রমন।

সরস্বতী নদী পার হয়ে-''জয় জয় মায়াপুর জয় অর্ন্তদ্বীপ গৌরজন্ম ভিটা জয় জয় যোগপীঠ''—ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করতে করতে ভক্তগণ গৌরজন্মভিটা 'যোগপীঠ' মন্দিরে প্রবেশ করেন। প্রথমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা প্রার্থনা করে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের আরতী পরিক্রমা করে শচীমাতা ও জগন্নাথ

মিশ্রের কৃপা প্রার্থনা করে নাট্যমন্দিরে নৃত্য কীর্ত্তনাদি শুরু হয়। শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ, মহাপ্রভুর উদারতা কথা এবং আবির্ভাবের উৎকর্ষতার কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। পরে, শ্রীনৃসিংহদেবের আরতী করে একে একে শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত ভবন, শ্রীমুরারী গুপ্ত ভবন, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবন দর্শন করে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরে আরতী পরিক্রমা করা হয় এবং ক্রমে—

'জয় বিনোদ প্রাণ জয় প্রভুপাদ প্রাণ।
গৌরকিশোর বাবার বৈরাগ্য প্রধান ॥''

কীর্ত্তন করতে করতে বিনোদ প্রাণ জীউর অপূর্ব শ্রীমূর্ত্তির দর্শন আরতী পরিক্রমা হয় সবশেষে শ্রীল গৌরকিশোর দাসবাবাজী মহারাজের কৃপা প্রার্থনা করে দুপুর ২.০০টা নাগাদ পরিক্রমা পার্টি মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

গৌরআবির্ভাবের মঙ্গল অধিবাস দিবস উপলক্ষ্যে এদিন বিকালে নাট্যমন্দিরে গুরুপূজার অনুষ্ঠান হয়। গুরুপূজার প্রাক্কালে শ্রীপাদ কঞ্জাক্ষ প্রভুর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেসব বৈষ্ণবগণ তাঁর সহজ-সরল নিরলস ভজনাদর্শ কাছে থেকে দেখেছেন, তাঁরা সেই সব স্মৃতি রোমন্থন করে আমাদের মত সাধক জীবের হৃদয়ে তার মূল্যায়ণ উপলব্ধির সুযোগ করেছেন। তিনি গুরুমহারাজের অন্তরঙ্গ সেবক ছিলেন। গুরুমহারাজ গোলোকের পার্ষদ ছিলেন। তাঁর ভাব বুঝে তিনি সেই ভাবে কীর্ত্তন করে গুরুদেবকে সুখী করতেন—এটা কোনো সাধারণজনের পক্ষে সম্ভব নয়।

পরে গুরুপূজা অনুষ্ঠান শুরু হলে শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ ও শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ গুরুপূজার মর্মার্থ প্রকাশ করেন। সময় স্বল্প হওয়ার গুরুদেবের আরতী করে ভক্তগণ শ্রীগুরু পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী নিবেদন করেন।

২৮শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ ২০১৭ রবিবার।

আজ শ্রীশ্রী গৌরসুন্দরের ভুবনমঙ্গলময় আবির্ভাব তিথি। ভোর ৩.০০ টা থেকে নাট্যমন্দিরে মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন শুরু হয়। বৈষ্ণবগণের সুমধুর কণ্ঠে ''অখিল ভুবন ভরি হরিরস বাদর বিষয়ে চৈতন্য মেঘে'' কীর্ত্তন ধ্বনি শ্রবণে ভক্তগণের চিত্ত এক অপ্রাকৃত আনন্দে মেতে ওঠে। মঙ্গল আরতীর পর শ্রীল গুরুদেবের ভজনকুটীরে ১২০ জন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করে হরিনাম প্রাপ্ত হন। গুরুবর্গ ও ঠাকুরের নাট্যমন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি গ্রন্থ পারায়ণ হতে থাকে। সকাল ১০টা থেকে নাট্যমন্দিরে প্রশ্নোত্তর ক্লাস হয় এবং অন্যদিকে ১০টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১১টা থেকে ব্যান্ডপার্টি যোগে হোলিখেলা হয়। পরে শ্রীবিগ্রহগণের মধ্যাহ্ন আরতীর পর ২-৩০ মিনিটে মঠবাসী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণ নাট্যমন্দিরে মিলিত ভাবে শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গস্মরণ মঙ্গল স্তোত্রম পাঠ করেন। আনন্দময় পরিবেশে গোলকীয় ভাব উদয় হয়। ৩.৩০ টা থেকে শ্রীশ্রী নবদ্বীপ ধাম প্রচারিনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ছয়টার সময় ব্যান্ড পার্টি যোগে মন্দির পরিক্রমা ও দীপাবলী উৎসব শুরু হয়। এরপর শ্রীশ্রী গৌরসুন্দরের আবির্ভাব মুহূর্তের প্রাক্কালে নাট্য মন্দিরে বৈষ্ণবগণ একঘন্টা মহাপ্রভুর মহিমা সূচক কীর্ত্তন করেন, এবং রাত্রি ৯.০০ টায় আবির্ভাব কীর্ত্তন শুরু হয়, বৈষ্ণবগণ উদ্দন্ড নৃত্য-কীর্ত্তনের দ্বারা মহাপ্রভুকে সুখান্বিত করেন। অন্তে মহাপ্রভুর লীলা সমন্বিত নাটক মঞ্চস্থ করে বৈষ্ণবগণ সকল ভক্তের হৃদয়ে মহাপ্রভুর স্মৃতিকে জাগরিত করেন, পরদিন, শ্রীশ্রী জগন্নাথ মিশ্রেয় গৃহে আনন্দোৎসব, প্রায় ৫০০০ ভক্তকে খিচুরী মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জগদীশপুর গ্রামে তিনদিন ব্যাপী ভাগবত ধর্মসভা

সংগ্রাহক:—শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ, (সহমঠাধ্যক্ষ, গোদ্রুম)

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপার্শীবাদে দঃ ২৪ পরগনার জগদীশপুর গ্রামে হাউরির হাটস্থিত যজ্ঞেশ্বর ও ভুবনেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গনে ১লা এপ্রিল শনিবার থেকে ৩রা এপ্রিল, ২০১৭ তিনদিন ব্যাপী বিরাট ভাগবত ধর্মসভা, সংকীর্ত্তন এবং মহা মহোৎসব

ভাগবত ধর্মসভার একটি দৃশ্য

নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়।

৩১শে মার্চ সংকীর্ত্তন অধিবাস এবং প্রসাদাদি বিতরণের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়।

১লা এপ্রিল শনিবার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অন্তে কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। বিকাল ৪টায় বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ হতে আনীত শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্য (তাঁর অসুস্থলীলার কারনে) মন্ডপে স্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত মহারাজগণ এবং ভক্তগণ আরতি কীর্ত্তন এবং মাল্যদান করে শ্রীল গুরুদেবের কৃপার্শীবাদ প্রাপ্ত হন।

অতঃপর সুসজ্জিত আলোকজ্জল মঞ্চে কীর্ত্তন শুরু হয়। শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ তাঁর স্বভাব সুলভ সুললিত কণ্ঠে মধুর কীর্ত্তন পরিবেশন করেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন মুম্বাই গৌড়ীয় মঠের শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক-মহারাজ, বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ এবং শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ এবং গোদ্রুম মঠের সহ মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ, শ্রীশচীশুনু দাসাধিকারী এবং স্থানীয় বর্ষীয়ান ভক্ত শ্রী রাধাকৃষ্ণ নষ্কর মহাশয়।

২রা এপ্রিল ভোর ৪ঘটিকা থেকেই বর্ণাঢ্য নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার সাজ-সাজ আয়োজন শুরু হয়। প্রায় ১০০০ জন মহিলা পুরুষ ভক্ত সুসজ্জিত বেশে পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেন। একটি সুসজ্জিত মোটর যানে শ্রীগৌরসুন্দর ও রাধাকৃষ্ণের ফুলমালা সজ্জিত আলেখ্য এবং অপর একটি সুসজ্জিত গাড়ীতে গুরুবর্গের আলেখ্য সহ ব্যানার পতাকা, ৮টি মৃদঙ্গ, শঙ্খ উলুধ্বনি যোগে শোভাযাত্রা এই অঞ্চলের মধ্যে আকাশ বাতাস মুখরিত করে ক্রমান্বয়ে নষ্কর পাড়ার শ্রীমদন মোহন মন্দির, পুরকাইত পাড়ার শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, বৈরাগী পাড়ার শ্রীজগন্নাথ মন্দির, মহানাদজী স্বামী মন্দির, বানচাবড়া অঞ্চলের শিবমন্দির, হরিবাসর শ্রীমন্দির এবং হাউরির হাট শিবমন্দির পরিক্রমা করে।

এদিন ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় ভক্ত শ্রী ধুর্জটি নষ্কর, শ্রী শচীসূনু দাসাধিকারী প্রভুর কীর্ত্তন উপস্থিত শ্রোতাগণকে উদ্বুদ্ধ করে। রাত্রে প্রায় ১৫০০ ভক্তকে প্রসাদদানে সুখী করা হয়।

৩রা এপ্রিল সোমবার ভোরে ঊষা এবং আরতি অন্তে ভাগবত ধর্মের কথা এবং স্থানীয় ভক্তদের উপস্থিতিতে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। উপস্থিত মহারাজগণ প্রশ্নের যথাযথ উত্তরদানে সকলের মন জয় করেন।

অতঃপর মহিলা এবং পুরুষ ভক্তের কাদের শক্তি বেশী এই নিয়ে কৌতুক শক্তিধরে প্রতিযোগিতা হয়—এই বিচারক মন্ডলীর সিদ্ধান্তে উভয়েই সমান এই স্থির হয়। অতঃপর মহামন্ত্র উচ্চারণে সভা সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। অন্তে প্রায় ৩০০০ জন ভক্তকে প্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়। উৎসব প্রাঙ্গনে এদিন নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবির পরিচালিত হয়। ❑

লণ্ডন ও জার্মানীতে প্রচার

শ্রীপাদ ভক্তিদীপক দামোদর মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ, লন্ডন

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের কৃপার্শীবাদ শিরধারণ করে মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ গত ২৬ শে মার্চ, ২০১৭ লন্ডন ও জার্মানীতে প্রচারে যান। প্রায় প্রতি বৎসরের ন্যায় এবছরও লন্ডন শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন প্রচার করার পর গত ০১/০৪/২০১৭ তারিখে তিনি লক্ষীপতি দাস ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে জার্মানের Berlin শহরে উপস্থিত হলে Berlin Tegil Airport-এ ঐদিন-রাত্রি ১০টায় শ্রীরাধা গোবিন্দ গৌড়ীয় মঠের তরফ থেকে ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ পরমাদ্বৈতী মহারাজ তাদের অভ্যর্থনা করেন।

জার্মানীতে পারমার্থিক ক্লাসরত ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ এবং পরমাদ্বৈতী মহারাজ

৪।৪।১৭ তারিখ পর্যন্ত Hindu Gemindi, C.V. Kopmhag enestrats-16, 13407, Berlin মঠে অবস্থান পূর্বক সকাল ও সন্ধ্যায় দুবেলা হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৩-০৪-২০১৭ তারিখে বার্লিনে ভারতীয় দূতাবাস হতে শ্রীমতী মঞ্জিষ্ঠা মুখার্জী (Director, culture wing) পূজ্যপাদ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি উক্ত Embassy-তে একদিন শান্তির বানী প্রচার করতে অনুরোধ করেন।

৫-৪-১৭ তারিখে রামনবমীর দিন মহারাজ একটি ছোট দেশ রাজধানী Czech Republic এর রাজধানী Prague তে শ্রীরাধাগোপীনাথ মন্দিরে রামনামের মাহাত্ম্য আলোচনা করেন। পরদিন Astria -র রাজধানী Vienna এ শ্রীরাধা গোবিন্দ গৌড়ীয় মঠে পদার্পন করেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদের গণেদের মধ্যে অন্যতম পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত মঠে মহারাজ ৪দিন অবস্থান পূর্বক দুবেলা পারমার্থিক ক্লাস আলোচনা করেন। ইতিঃপূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক প্রেরিত ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজ উক্ত শহরের দুটি Hall-এ প্রচার করেছিলেন। উক্ত মঠের ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ মুনী মহারাজ ও শ্রীপাদ নরসিংহ মহারাজদ্বয়ের বিশেষ সেবা যত্নে তথায় প্রচারকার্য্য বিশেষ ভাবে চলতে থাকে।

৯-০৪-১৭ তারিখে Vienna শহরে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী রেনু পল মহাশয়ার গৃহে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়। পূজ্যপাদ মহারাজ হিন্দী ভাষায় গীতার সারকথা কীর্ত্তন করেন। কিছু ভারতীয় সম্মানীয় অতিথি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ১০-৪-১৭ পুনরায় Berlin ফিরে মহারাজ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীঅভিষেক সিং মহাশয়ের আহ্বানে তথাকার Tagore Centenary Hall -এ World Peace সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রী সিংজী পুষ্পস্তবক দ্বারা ভারতীয় দূতাবাসে মহারাজকে সাদর সম্বর্ধনা ও আপ্যায়ন করেন। তথায় কিছুক্ষন মহামন্ত্র কীর্ত্তন পরিবেশন করা হয়। উক্ত সভায় প্রায় ৫০ জন Embassy র সদস্য ও স্বয়ং রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছোঁয়া পেয়ে সকলে মহারাজের প্রশংসা করেন। পরে তথা হতে সপ্তাহকাল লণ্ডনে প্রচার করে গত ১৭।৪।১৭ তারিখ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ❑

শ্রীনৃসিংহচতুর্দশী

(হরিভক্তিবিলাস চতুর্দ্দশ বিলাস হইতে সংগৃহীত)

বৈশাখের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং উক্ত তিথিতে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজারূপ উৎসব উপবাসাদি নিয়ম সহকারে পালন করা উচিত ॥ ৪১৪ ॥

তদ্‌ব্রতের অধিকারিনির্ণয়—

বৃহন্নারসিংহ পুরাণেই, যথা—যাবতীয় লোকই মদ্‌-ব্রতানুষ্ঠানে অধিকারী; বিশেষতঃ এই ব্রত করা মদ্ভক্ত ও মদ্ভক্ত ব্যক্তিগণের নিশ্চয় কর্তব্য ॥ ৪১৭ ॥

তন্মাহাত্ম্য—

ঐ পুরাণেই, যথা—

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন, হে ভগবন্‌! হে বিষ্ণো! হে নৃসিংহবিগ্রহধারিন্‌! আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে দেবেশ! আমি ত্বদীয় ভক্ত, কেবলমাত্র ত্বৎসমীপেই যথাযতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে স্বামিন্‌! আপনার প্রতি কিরূপে আমার বহুবিধা ভক্তির উদয় হইল? কিরূপেই বা আমি আপনার সুপ্রিয় হইলাম? হে প্রভো! মৎসকাশে তাহা কীর্তন করুন্‌ ॥ ৪১৮-৪১৯ ॥

অনুবাদ

শ্রীনৃসিংহ বলিলেন, হে বৎস! মদ্ভক্তি ও মৎপ্রিয়ত্ব প্রাপ্তির কারণ বলিতেছি, একাগ্রমানসে শ্রবণ কর। হে তাত! পূর্বজন্মে তুমি বিপ্র ছিলে, কিন্তু কিছুমাত্র পঠন কর নাই। তুমি বসুদেব নামে অভিহিত ছিলে এবং বেশ্যাসক্ত হইয়া দিনাতিপাত করিতে। সে জন্মে আমার একটিমাত্র ব্রত ভিন্ন তোমার অন্য কোন পুণ্যকর্ম ছিল না, বেশ্যাসঙ্গেই লুব্ধ ছিলে। সেই মদ্‌ব্রতের প্রভাবেই ঈদৃশী ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৪২০-৪২২ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন, হে নৃসিংহ! হে অচ্যুত! হে প্রভো! আমি কাহার পুত্র ছিলাম, কিরূপ কার্যই বা করিয়াছিলাম, বেশ্যানুরক্ত থাকিয়াই বা কিপ্রকারে তদ্‌ব্রত করিয়াছিলাম, এই সমস্ত সবিস্তরে বলুন ॥ ৪২৩ ॥

শ্রীনৃসিংহ বলিলেন, (হে বৎস!) পুরাকালে অবন্তীনগরে সর্বজন-বিখ্যাত বসুশর্মা নামে জনৈক বেদ্‌বিদ্‌ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ হোমানুষ্ঠানে তৎপর ও নিখিল বৈদিকক্রিয়ায় রত থাকিতেন। তিনি অগ্নি ষ্টোমাদি যজ্ঞসমূহ দ্বারা দেবোত্তমদিগকে তুষ্ট করিতেন। জীবিতাবস্থায় তাঁহার কোন প্রকার দুষ্কার্যই নয়নগোচর হয় নাই। সুশীলা নাম্নী তাঁহার পতিব্রতা পত্নী সদাচার ও পতিভক্তি-পরায়ণা হইয়া ভুবনত্রয়ে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন। সেই দ্বিজবরের ঔরসে সুশীলার গর্ভে পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রগণ সুবিদ্বান্‌, সদাচারপরায়ণ ও পিতৃভক্ত হইল; কিন্তু তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ তুমি সর্বদা বেশ্যাসক্ত হইয়া উঠিলে ॥৪২৪-৪২৮॥

তুমি সর্বদা বেশ্যারত থাকায় মদ্যপানে ও পাপকর্মে লিপ্ত হইয়া কিছুমাত্রও অধ্যয়ন করিলে না, সতত বেশ্যা-লয়েই তোমার বাস হইল। একদিন সেই বেশ্যার গৃহে তাহার সহিত তোমার দারুণ কলহ হইল, তজ্জন্য সেদিন তুমি অনাহারী থাকিলে। সে দিন অজ্ঞানবশে তুমি আমার ব্রত-রাজের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, এবং সেই বেশ্যাসহ কলহ-নিবন্ধন তোমার রাত্রিজাগরণও ঘটিল। তোমার সঙ্গবশতঃ সেই বেশ্যাকর্তৃকও ব্রত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং জাগরণ নিবন্ধন তদীয় দেহও শুদ্ধ হইল। এইরূপে তুমি অজ্ঞানে বহুপুণ্যদ মদ্‌ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৪২৯-৪৩৩ ॥

এই ব্রত করিয়াই দেবগণ অধুনা দেবলোকে আনন্দ ভোগ করিতেছেন। ব্রহ্মাও সৃষ্টির নিমিত্ত মদীয় এই উত্তম ব্রতানুষ্ঠান করেন, এই ব্রতের প্রভাবেই তিনি চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। মহেশ্বরও ত্রিপুর বিনাশের জন্য এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ইহার অনুগ্রহে উক্ত ত্রিপুর ধ্বংস করেন। অন্যান্য বহুসংখ্য দেব, প্রাচীন ঋষি ও মহামতি নৃপতিগণ এই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই ব্রতের প্রভাবে সকলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেশ্যাও ইহার প্রভাবে ত্রিভুবনসুখচারিণী ও মৎপ্রিয়পাত্রী হইয়াছে। হে বৎস! আমার এই ব্রত ত্রিভুবনপ্রসিদ্ধ, ধূর্তা বিলাসিনী নারীর জন্যও এই ব্রত সমাগত হয়; অর্থাৎ তাহারাও এই ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া তৎফল পাইতে পারে। হে প্রহ্লাদ! এইহেতু আমার প্রতি তোমার উত্তমা ভক্তি জন্মিয়াছে ॥ ৪৩৪-৪৩৮ ॥

হে প্রহ্লাদ! সেই বেশ্যা দেবলোকে অপ্সরারূপে বহুবিধ ভোগ সম্ভোগ করিয়া আমাতে বিলীনা হইয়াছে, তুমিও আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে। কার্যসাধনার্থ মদ্দেহ হইতে ভিন্ন হইয়াই তোমার এই অবতার, তুমি সর্ব কার্য সমাধা করিয়া

সত্বর আমাতে প্রবিষ্ট হইবে। মানবগণ আমার এই ব্রত-রাজের অনুষ্ঠান করিলে শতকোটি কল্পেও আর তাহাদিগকে এই সংসারে আসিতে হয় না ॥ ৪২৪-৪২৮ ॥

এই ব্রতপ্রভাবে পুত্রহীনের অতি সুন্দর পুত্রসমূহ লাভ হয়, দীন ব্যক্তি কুবেরতুল্য লক্ষ্মীবান্ হইতে পারে এবং তেজস্কামী তেজঃ রাজ্যাকাঙ্খী উত্তম রাজ্য ও আয়ুষ্কামী শিবসদৃশ দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে। এই ব্রত স্ত্রীগণপক্ষে সচ্চরিত্র-পুত্রদায়ক, সৌভাগ্যজনক, অবৈধব্যকর, পুত্রশোক-নাশন, ধনধান্যপ্রদ, পতিপ্রিয়কর ও শুভকর। এই ব্রতানুষ্ঠানে নারীবৃন্দ সার্বভৌমানন্দ ও স্বর্গসুখ পাইতে পারে। হে প্রহ্লাদ! এই শ্রেষ্ঠ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে নর বা নারী, সকলকেই সুখ ও ভুক্তিমুক্তিফল দিয়া থাকি ॥ ৪৪২-৪৪৬ ॥

হে বৎস! এই ব্রতফলের বিষয় অধিক আর কি বলিব, ইহার ফল বলিতে আমার কিংবা শিবেরও ক্ষমতা নাই; ব্রহ্মা আজীবন চতুর্মুখেও কীর্তন করিতে সক্ষম হন না ॥ ৪৪৭-৪৪৮ ॥ ❑

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে, (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

যে যা চাইবেন তাঁকে তিনি তাই দেবেন; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ তীর্থস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রার্থী হয়েছেন। হরিশ্চন্দ্র 'সূর্যবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ', 'তাঁর তুলনায় দাতা কেউই নেই' ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বামিত্র এইরকম প্রশংসা করে তাঁর কাছে পুত্রের বিয়ের জন্য ধন চাইলেন, রাজা তা দিতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ব্রাহ্মণবেশধারী বিশ্বামিত্র গান্ধর্ব্বী মায়া বিস্তার করে একটি পরম সুন্দর সুকুমার, আর একটি পরমা সুন্দরী দশমবর্ষীয়া সুকুমারীকে দেখে তাদের বিয়ের জন্য ধন চাইলেন এবং আরও বললেন বিয়ের আনুকূল্য করলে রাজসূয় যজ্ঞের চেয়েও বেশী ফল লাভ হয়। মহারাজ অসংকোচে সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রস্তাবে রাজী হলেন। ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে রাজধানী পৌঁছাবার পথ দেখিয়ে দিয়ে নিজস্থানে ফিরে গেলেন।

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র যে সময়ে অগ্নিহোত্রশালায় বেদীমধ্যে বিশ্রাম করছিলেন, সেইসময় বিশ্বামিত্র সেখানে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার কার্য্যের জন্য রাজাকে তার প্রতিশ্রুত ধন দান করতে নিবেদন করলেন। রাজা তখন বললেন—'হে ব্রহ্মণ! আপনার অভিপ্রায় কি তা বলুন? আপনার বাঞ্ছিত বিষয় দানের অযোগ্য হলেও আমি নিঃসন্দেহে তা দান করব।' ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বামিত্র রাজার এই কথা শুনে হাতী, ঘোড়া, রথ-রত্না ইত্যাদি মিলিয়ে সমন্বিত সমগ্র রাজ্য দান হিসাবে চাইলেন। হরিশ্চন্দ্র মুনির কথায় মোহিত হয়ে কিছুমাত্র বিচার না করে ব্রাহ্মণকে গোটা রাজ্যই দান করলেন। বিশ্বামিত্র রাজার কাছে পুনরায় দানের অনুরূপ দক্ষিণা প্রার্থনা করলেন, কারণ মনু বলেছেন দক্ষিণারহিত দান নিষ্ফল। রাজা কত পরিমিত দক্ষিণা দিতে হবে জানতে চাইলেন বিশ্বামিত্র সার্দ্ধভারদ্বয় পরিমিত (২২৫ সের) স্বর্ণ দক্ষিণাস্বরূপ দান করতে বললেন। রাজা ব্রাহ্মণের প্রস্তাবে রাজী হওয়ার দেওয়ার পর চিন্তান্বিত হলেন। রাজা তখন বুঝতে পারলেন, এই কপটবেশী ব্রাহ্মণ তাঁকে বঞ্চনা করতে এসেছেন। তিনি হাতী, ঘোড়া সমস্ত রত্নাদি সমন্বিত স্বর্ণ রাজ্য দান করেছেন, এখন তাঁর কাছে কিছুই নেই। তিন সার্দ্ধভারদ্বয় পরিমিত সুবর্ণ কি করে দক্ষিণাস্বরূপ দান করবেন? তিনি এই তপস্বী ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে অনুতাপ করতে লাগলেন। সৈনিকগণ, সেনাপতিগণ, রাজমহিষী শৈব্যা সকলেই মহারাজকে শোকাকুল দেখে চিন্তিত হলেন। আবার বিশ্বামিত্র এসে রাজাকে তাঁর প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দানের জন্য স্মরণ করালেন, রাজা বললেন, তাঁর কাছে এখন কোন ধন নেই, তবে যখন ধনাগম হবে, তখন তিনি তা দিতে পারবেন। তিনি অগ্নিহোত্রশালায় পবিত্র বেদীতে থেকে নিজের শরীর ও নিজের স্ত্রী-পুত্রের এই তিন দেহ ছাড়া সবই দান করেছেন। এই তিন দেহ ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজসম্পদ্ ত্যাগ করে বনে গেলে সহধর্ম্মিণী শৈব্যা ও পুত্র রোহিত অনুসরণ করলেন। রাজা স্ত্রী, পুত্রসহ বনে গমন করছেন দেখে অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ 'হাহাকার' করে উঠলেন। তাঁরা ধূর্ত্ত বিশ্বামিত্রের নিন্দা করতে লাগলেন। নিষ্ঠুর বিশ্বামিত্র বনগমনশীল রাজার সঙ্গে পথমধ্যে দেখা করে বললেন—'আপনার প্রতিশ্রুত স্বর্ণ দান করুন, বা স্পষ্টভাবে বলুন তা দিতে পারবেন না। আপনার রাজ্যের প্রতি যদি লোভ থাকে, সে রাজ্য ফিরিয়ে নিন।' রাজা হরিশ্চন্দ্র কাতরভাবে প্রণাম করে করজোরে

বললেন—'হে মুনিবর! আপনি বিষণ্ণ হবেন না। আপনার প্রতিশ্রুত স্বর্ণ না দিয়ে আমি অন্ন-জল কিছুই গ্রহণ করব না। আপনার ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করব। কেবল ধন সংগ্রহ পর্য্যন্ত কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন।' বিশ্বামিত্র বললেন—'আপনি ত' সবই দান করেছেন। আপনার ত' কিছুই নেই। আপনি কি করে দক্ষিণা দেবেন? সুতরাং আপনি সোজাসুজি বলুন, আপনি এখন কিছুই দিতে পারবেন না। আমিও সমস্ত আশা পরিত্যাগ করে যথেচ্ছভাবে চলে যাব।' রাজা তখন চিন্তা করলেন, তাঁর পুত্র ও নিজের অরোগ শরীর আছে, এই তিন শরীর বিক্রয় করে তিনি বিপ্রের ঋণ পরিশোধ করবেন—মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করে তিনি বিশ্বামিত্রকে বললেন—'হে মুনে! আপনি বারাণসীতে কোন গ্রাহকের অনুসন্ধান করে আমাকে স্ত্রী-পুত্রের সহিত বিক্রয় করে আপনার সার্দ্ধভারদ্বয় সুবর্ণ গ্রহণ করুন। আমরা সেই বিক্রেতার কাছে ক্রীতদাসরূপে থাকব। তথাপি আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন।

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র কাশীধামে প্রবেশ করে তার অপূর্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হয়ে চিন্তা করলেন—'কাশীধাম শূলপাণি মহাদেবের অধিকৃত, এটা মনুষ্যের অধিকৃত রাজ্য নয়, সুতরাং কাশী তাঁর প্রদত্ত রাজ্যের বাইরে হওয়ায় এখানে তাঁর বাস করতে কোনও অসুবিধা হবে না।'—এইরকম বিশ্বাসে যখন রাজা হরিশ্চন্দ্র বারাণসীতে অবস্থান করছিলেন, মুনিবর বিশ্বামিত্র সেখানে এসে তাঁর কাছে দক্ষিণা চাইলেন। মহারাজ নিজপ্রাণ, স্ত্রী এবং পুত্র ছাড়া তাঁর প্রদেয় আর কিছু নেই এইরকম জানালে বিশ্বামিত্র দক্ষিণা দানার্থ অঙ্গীকৃত একমাস সময় অতিক্রান্ত হতে চলেছে, বললেন। এক মাস পূর্ণ হওয়ার তখনও আধবেলা বাকি ছিল। এজন্য মহারাজ বিপ্রবরকে সেই সময় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করতে কাতরভাবে অনুরোধ করলেন। বিশ্বামিত্র পুনরায় আসবেন এবং দক্ষিণা না পেলে অভিশাপ দেবেন, ক্রোধভরে এই হুমকি দিয়ে চলে গেলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র গভীর চিন্তার মধ্যে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রতিগ্রহ দোষাবহ, ক্ষত্রিয় হয়ে তিনি কিরূপে অন্যের কাছে অর্থ ভিক্ষা চাইবেন। আর যদি দক্ষিণা না দিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়, তা হলে ব্রহ্মস্বহরণজনিত তাঁর প্রেতত্বলাভ হবে। সুতরাং নিজেকে বিক্রয় করাই সমীচীন। রাজাকে চিন্তাযুক্ত দেখে পত্নী শৈব্যা অনেকপ্রকার সান্তনা দিয়ে স্বামীকে সমস্ত চিন্তা মুক্ত হয়ে ধর্মরক্ষার জন্য কর্ত্তব্য-কর্মে দ্বিধা করতে নিষেধ করলেন। সত্যই প্রকৃত ধর্ম। ভূপতি মহারাজ যযাতি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে স্বর্গে গিয়েও একটি অসত্য বাক্যের জন্য স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীর এই কথা শুনে বললেন—'আমি সত্য রক্ষা করব কি করে? আমার স্ত্রী, পুত্র ছাড়া নিজস্ব কিছুই নেই। পুত্র আমার বংশের একমাত্র প্রদীপ। তাকে কি করে বিক্রয় করব এবং পত্নীও অবিক্রেয় বস্তু।' রাজমহিষী শৈব্যা সত্যরক্ষার জন্য তাঁকে যথোচিত মূল্যে বিক্রয়ের আবেদন জানালে মহীপতি হরিশ্চন্দ্র তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে আসলে আবার পত্নীর ঐ কথা স্মরণ করে মাটিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। *(ক্রমশঃ)*

আনন্দ সংবাদ

এতদ্বারা সুধী ভক্তগণকে জানানো হইতেছে যে, জগৎগুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা উড়িষ্যা জেলাস্থিত পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের করকমলে আগামী ২৩শে জুন, ২০১৭ গৌড় পার্ষদপ্রবর শ্রীল সারঙ্গমুরারী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি বাসরে নবনির্মিত শ্রীমন্দিরের শুভ দ্বারোদঘাটন তথা শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব হরিসংকীর্ত্তন মুখে সুসম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষ্যে আগামী ২২ ও ২৩শে জুন দুইদিন ব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবেন।

সকল ভক্তগণকে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

গৌরজয়ন্তীতে অনুষ্ঠিত অংশগ্রহণকান্দরী ছাত্রছাত্রীগণ

৪) শ্রীভক্তি নিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ
৫) শ্রীভক্তি রক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ
২) শ্রীমুরারী হরি দাস (কলকাতা)
৩) শ্রীমতী অনিমা দাসী
১) শ্রীমতী রুক্মিনী দাসী
৭) শ্রীপরমেশ্বর দাস (কটক)
৮) শ্রীমতী কৃষ্ণা দাসী (কটক)
৯) শ্রীঋষি দাস (কটক)
৬) শ্রীগগন দাস (মহান্তি)
১২) শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাস (কলকাতা)
১১) শ্রী অনাদি নিধন দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)
১০) শ্রীতিতিক্ষব কৃষ্ণ দাস (কলকাতা)
১৪) শ্রীগৌরসুন্দর দাস (কলকাতা)
১৫) শ্রীগোরাপদ দাস (শ্রীগোদ্রুম মঠ)
১৩) শ্রী নিমাই প্রসাদ মহাপাত্র ভদ্রক
১৬) শ্রীমুরারী মোহন দাস (লক্ষ্মৌ)
১৭) শ্রীরাধা দাস (দলগ্রাম বাংলাদেশ)
১৮) শ্রীপার্থ সারথি দাস (মুম্বই)
১৯) শ্রীমতী অঞ্জলি দাসী (জোতঘন শ্যাম মেদিনীপুর)
২০) শ্রীমন স্মরণ দাস (গৌরহাটি)
২১) শ্রীসুন্দর দাস (কালনাহ)
২২) শ্রীমনোরঞ্জন মাইতি (তমলুক)
২৪) শ্রীমতী স্বপ্না সাহা (জাতঘনশ্যাম, মেদিনীপুর)
২৫) শ্রীশ্যামানন্দ দাস (হলদিয়া)
২৬) শ্রীমতী সারথী রানী দাস (হলদিয়া)
২৩) শ্রীপ্রাণেশ্বর দাস (কলকাতা)

দঃ ২৪ পরগণায় দরিদ্র ও আর্তদের সেবায় গৌড়ীয় মিশন

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ২রা এপ্রিল, রবিবার ২০১৭ তারিখ দঃ ২৪ পরগণায় মন্দিরবাজার থানাস্থিত জগদীশপুর গ্রামে ১৯২৫ সালে স্থাপিত জগদীশপুর স্মৃতিকান্ত ইন্সটিটিউশনে প্রাঙ্গনে মিশন কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধবনিতাসহ প্রায় ১৬৬ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। কলকাতা ই. এন্. টি. বিশেষজ্ঞ ডঃ পি. আর. রায়. চৌধুরী (ডি. এম্), ডঃ শ্রীমদনমোহন মণ্ডল মহাশয় সকাল ১০ টা হতে দুপুর ২ টা পর্যন্ত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। উক্ত রোগীদের মধ্যে পুরুষ ৫৭ জন, মহিলা ৯৪ জন ও ১৫ জন শিশু বালক ছিলেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশন হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকাশীনাথ রায় এর সহযোগিতায় উক্ত কার্য সুসম্পন্ন হয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্টভাবে সম্পাদিত হয়।

দঃ ২৪ পরগনায় দরিদ্র ও আর্তদের সেবায় গৌড়ীয় মিশন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রধান কার্য্যালয়ঃ
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কোলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ ২৫৩৩-৬৪১৮
মো ঃ ৯০৫১৭৮১৪৯৩/৯৪৩৩৩৬৭৩৭৯

গৌড়ীয় মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা মহোৎসব

বিপুল সম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও পরিব্রাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১৫ই বৈশাখ, শনিবার ইং ২৯শে এপ্রিল, ২০১৭, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া হইতে ৫ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার ইং ১৯শে মে, ২০১৭ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একবিংশতি দিবস (২১ দিন) ব্যাপী ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা মহোৎসব সংকীর্ত্তন মুখে যথাবিধি উদ্‌যাপিত হইবেন। অতদুপলক্ষ্যে প্রত্যহ চন্দন লেপন, পুষ্প-শৃঙ্গারাদিসহ ভগবৎ আবির্ভাবাদি তিথি পূজা ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ প্রভৃতি ভক্তাঙ্গ যাজনসহ ভুবনমঙ্গল শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক সাধুমুখ বিগলিত বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথামৃত পান ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা সৌভাগ্য লাভ রূপ আত্মমঙ্গল বরণ করিলে সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার অবকাশ না পাইলে এই ভক্তাঙ্গ যাজনে সাধ্যমত চন্দন, ফুল ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য প্রদান করিলে ন্যূনাধিক সাধনফল লাভ হয়।

পাপমোচনী একাদশী
২৪শে মার্চ, ২০১৭

নিবেদক
ত্রিদণ্ডীভিক্ষু শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব-পঞ্জী

১৫ই বৈশাখ, ২৯শে এপ্রিল, শনিবার	—	অক্ষয় তৃতীয়া। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা আরম্ভ।
২২শে বৈশাখ, ৬ই মে, শনিবার	—	মোহিনী একাদশীর ব্রতোপবাস।
২৫শে বৈশাখ, ৯ই মে, মঙ্গলবার	—	শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীর ব্রতোপবাস। প্রদোষে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের শুভ জন্ম অভিষেক।
২৬শে বৈশাখ, ১০ই মে, বুধবার	—	মাধবী পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল ও সলিল বিহার মহোৎসব। শ্রীশ্রীরাধারমণ জয়ন্তী।
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৮ই মে, বৃহস্পতিবার	—	শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভৌরী উৎসব।
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে মে, শুক্রবার	—	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা সমাপ্তি দিবস।

দর্শনের সময়—প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত।

বিশেষ আকর্ষণ ঃ

যথা-বিধি চন্দন লেপন বহুবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা প্রত্যহ নিত্য নূতন শৃঙ্গার অনুষ্ঠিত হইবেন।

বিঃ দ্রঃ- প্রত্যহ ফুলের শৃঙ্গার ও চন্দন লেপনের ব্যবস্থার জন্য যে সমস্ত শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দ সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থানুকূল্য করিতে চান তাহাদের পূর্ব হইতে নাম লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ জানাই।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/05/2017

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) দামোদরষ্টকম্, (২) গুরুমহারাজের হরিকথা (ষষ্ঠ খণ্ড), (৩) জীবে দয়া (হিন্দী), (৪) গৌড়ীয় দর্শন, (৫) শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, (৬) শ্রীশ্রীগোপীনাথ চরিতামৃত (হিন্দী) ও (৭) শ্রীগয়াধাম-মাহাত্ম্য — শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org